সংবাদ

তারিখ 15 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

৪৪ শিক্ষা

মতামত

বোর্ডবহির্ভূত নিম্নমানের বই শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশের অন্তরায়

জুলহাস উদ্দিন

আমাদের দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কিন্ডারগার্টেনে বোর্ডবহির্ভূত অখ্যাত লেখকের নিম্নমানের বই পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে তা ক্লাসে পড়ানো হয়। এ প্রবণতা শহর অঞ্চল থেকে ক্রমান্বয়ে গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ছে। বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বই ক্রয়ের পরিবর্তে অখ্যাত লেখকদের ওইসব নিম্নমানের বই ক্রয়ে শিক্ষকদের নানা অপকৌশল গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে।

এ অবস্থা শহরের প্রায় সব বেসরকারি স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনে চলে আসছে বছরের পর বছর ধরে। ওইসব নিম্নমানের বইয়ে অসংখ্য অশুদ্ধ বানান, শব্দ ও বাক্য গঠনের নানা ত্রুটি ও দুর্বলতা সহজেই চোখে পড়ে; ফলে শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর মনোনিবেশ করতে পারে না এবং পাঠ্যপুস্তক পাঠে শিক্ষার্থীর শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি না হয়ে অনাগ্রহ ও উদাসীনতা সৃষ্টি হওয়াতেই আমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে ৪০%-৫০% শিক্ষার্থীই অকৃতকার্য হয় যা অনাকাঙ্ক্ষিত।

মূলত যে যে ক্লাসে বাংলা ও ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের বিষয় দুটি পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বাইরের মানসম্পন্ন পরিচিত লেখকদের লেখা বই পড়ানোর কথা সে ক্ষেত্রে প্রায় সব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় বাংলা ও ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের বইয়ের বাইরেও শ্রেণীভেদে ছয়-সাতটি নিম্নমানের বই পড়ানো হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, আমার মেয়ে ঢাকায় দক্ষিণ বনশ্রী মডেল হাইস্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী; তার ক্লাসে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বইয়ের বাইরে অখ্যাত লেখকের নিম্নমানের আরও ছয়-সাতটি বই পড়ানো হয়। ওই স্কুলের প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ওইসব নিম্নমানের বই ক্লাসে পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নির্ধারিত বইয়ের বাইরে ওইসব লেখকের নিম্নমানের বই সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা ও অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু এসব অভিযোগের যেন কোনই প্রতিকার নেই। কারণ অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটির লোকজন ও কোন কোন ক্ষেত্রে থানা ও জেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তারা অখ্যাত লেখকদের নিম্নমানের বই পাঠ্যভুক্তকরণের পারসেনটেজ পেয়ে থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রে এসব অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কোমলমতি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা পরিত্রাণ পেতে পারে।

i) প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বই ছাড়া অন্য কোন বই পড়ানো যাবে না, এ ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রয়োজনে প্রতি ক্লাসে যুগের চাহিদানুযায়ী নুতন বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করবে;

ii) শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানের প্রতি শিক্ষার্থীকে আগ্রহ করে তোলা; তাই কোন অবস্থাতেই অখ্যাত লেখকের নিম্নমানের বই শিক্ষার্থীর ওপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না- এ কথা মাথায় রেখেই শিক্ষার্থীর হাতে গুণী লেখকদের উন্নতমানের বই তুলে দিতে হবে;

iii) পাঠ্যপুস্তক বোর্ডবহির্ভূত অখ্যাত লেখকের নিম্নমানের যেসব বই প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থীর ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে তার সঙ্গে ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটির কেউ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি স্বার্থ জড়িত থাকে; কাজেই শিক্ষার নামে ওইসব সর্বনাশা বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে;

iv) সরকারি অধ্যাদেশ জারি করে এ অবস্থা হতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মুক্তি দেয়া যেতে পারে;

v) আজকের শিশুটি আগামী দিনে এদেশেরই একজন কর্ণধার, কাজেই তার সৃজনশীলতাকে দেশের কাজে লাগাতে অখ্যাত লেখকের নিম্নমানের বই নয়- গুণী লেখকের ভাল বই পড়তে দিতে হবে;

vi) নিম্নমানের অনেকগুলো বই পড়ার চেয়ে সৃজনশীল লেখকের একটি বই শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনায় আমূল পরিবর্তন এনে লেখা পড়ার প্রতি তাকে আগ্রহী করে তুলতে পারে।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কিন্ডারগার্টেনে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বই ব্যতীত অখ্যাত লেখকের নিম্নমানের বই পড়ানো বন্ধ হওয়া জরুরি।